ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... FEB. 06 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাঙালি ও বই

হুমায়ুন আজাদ

বই এমন বস্তু যা শুধু ইন্দ্রিয় থাকলেই উপভোগ করা যায় না। বই খাদ্য বা পানীয় নয় যে, তা আমরা খেয়ে ফেলবো এবং জিভ দিয়ে তার স্বাদ গ্রহণ করবো; বই বাগানে ফুটে থাকা বা গাছের নিচে ঝরে পড়া ফুল নয় যে, চোখ দিয়ে সৌন্দর্য দেখবো বা নাসিকা দিয়ে সুগন্ধ গ্রহণ করবো। বই এমন কোনো অস্তিত্ব নয় যে, তাকে ছুঁয়ে স্পর্শ করে তাকে অনুভব করবো এবং তার সৌন্দর্য স্পর্শের সাহায্যে আমার ভিতরে সংক্রমিত হবে। অর্থাৎ শুধু মানবিক ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে বই উপভোগ করা সম্ভব নয়। যদিও কবিতা, উপন্যাস বা নাটকের মতো শিল্পকলা উপভোগ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের সাহায্য করে। বই এমন বস্তু যা বিশেষ একটি ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত হয়। বই আমাদের উপলব্ধি বাসনা কামনা জীবন-অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের ভাষিক মুদ্রিত রূপ। বই উপভোগ করার জন্য প্রথমেই একটি শর্ত থাকে যা অন্য শিল্পকলা উপভোগের জন্য দরকারি নয়। বই পড়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, পড়তে জানতে হয় বা শিক্ষিত হতে হয়। চলচ্চিত্র দেখার জন্য শিক্ষার কোনো শর্ত নেই; টেলিভিশনের দিকে দিনরাত তাকিয়ে থাকার জন্য লেখাপড়া জানতে হয় না; গান শোনার জন্য লেখাপড়া জানার দরকার নেই, এমনকি চিত্রকলা দেখার জন্যেও শিক্ষা প্রাথমিক শর্ত নয়। একমাত্র বই উপভোগের জন্য প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, শিক্ষিত হতে হবে; বইটিতে মুদ্রিত ভাষা পড়ার শক্তি থাকতে হবে। তাই বই ও শিক্ষা অবিচ্ছেদ্য। বই মানুষকে শিক্ষিত করে এবং শিক্ষিত মানুষ বই পড়তে পারে।

বাঙালি জাতি হিসেবে শিক্ষিত নয়। ১২ কোটি বাঙালির মধ্যে সম্ভবত পড়তে পারে ১ কোটি বাঙালি, তাও পারে কিনা সন্দেহ। কাজেই বাঙালি এবং বইয়ের মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। ১২ বা সাড়ে ১১ কোটি বাঙালি বই থেকে দূরে অবস্থান করে এবং বই তাদের থেকে দূরে অবস্থান করে।

বই বহুরকমের। আমরা বাল্যকাল থেকে যে সমস্ত বই পড়ে শিক্ষিত হয়ে উঠি সেগুলো প্রধানত জ্ঞানের বই। আমরা ব্যাকরণ, গণিত, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বই পড়ি। সঙ্গে পড়ি কিছু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ অর্থাৎ পড়ি সাহিত্য সংকলন এবং ওপরের শ্রেণীতে উঠতে থাকি। এই যে পাঠ্যপুস্তক পড়া, এটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই বাঙালি করে থাকে। সেটা হচ্ছে, বিভিন্ন পরীক্ষায় পাস করে বিভিন্ন পেশায় সাফল্য অর্জন করা। অধিকাংশ বাঙালির লক্ষ্য হচ্ছে পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা এবং প্রচুর অর্থ আয় করা।

বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাঙালি বিভিন্ন রকম পাঠ্যপুস্তক পড়ে কিন্তু জ্ঞানের প্রতি তাদের আকর্ষণ জন্মে না। তারা ব্যাগ্র হয়ে থাকে কবে বইয়ের কবল থেকে মুক্তি পাবে এবং জীবনে আর কখনো বই পড়তে হবে না। বাঙালি বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ জ্ঞান ও সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট নয়।

পাঠ্যপুস্তক আমাদের প্রস্তুত করে কিন্তু পাঠ্যপুস্তক খুবই সীমাবদ্ধ। পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞানের ব্যাপক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষ করে পাওয়া যায় না জীবনের উপলব্ধি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিচিত্র রকমের বই রচিত হয়। যেমন চর্চার জন্য বিচিত্র বিষয় রয়েছে। বাঙালি সাধারণত জ্ঞানের বিচিত্র রূপের দিকে আকৃষ্ট নয় এবং জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের মাধ্যমে আনন্দ অর্জনের মতো বাসনা তাদের নেই। আমাদের এখানে বই পড়া বলতে সাধারণত সাহিত্য পড়া বোঝানো হয়। অর্থাৎ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পড়া বোঝানো হয়। আমরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করি তা খুব সীমাবদ্ধ, তা খুব বিস্তৃত ও গভীর নয়। প্রথাগতভাবে এখানে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক রচিত হয় কিন্তু তাতে সাহিত্য-শিল্পকলার যে খুব বিকাশ ঘটে এমন নয়। চিন্তামূলক বই আমরা সাধারণত লিখি না, এখানে দার্শনিক বই লেখা হয় না, বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে কোনো বই লেখা হয় না, যেটা ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হয়। ইংরেজি ভাষায় নৌকো নিয়ে অসংখ্য বই পাওয়া যাবে, যেমন পাওয়া যাবে তারা নিয়ে অসংখ্য বই— এমনকি সমাধি সম্পর্কেও পাওয়া যাবে বৃহৎ বই। কিন্তু আমাদের এখানে চিন্তায় বৈচিত্র্য নেই, বইয়েরও বৈচিত্র্য নেই। এই যে ১২ কোটি বাঙালির মধ্যে ৫০ লাখ পড়তে পারে তাদের মধ্যে সম্ভবত ১০ লাখের মতো মানুষ জীবনে চমৎকার সাফল্য অর্জন করে। এই ১০ লাখ মানুষের মধ্যে আছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, অধ্যাপক, আমলা, সেনাপতি, বিচারপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উচ্চ ব্যবসায়ী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, দারোগা, উকিল প্রভৃতি। এই ১০ লাখ মানুষ (১০ লাখের কিছু কমবেশি হতে পারে) আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এরা বই পড়ে না। আমাদের সমাজে দেখা যাবে, যারা ক্ষমতায় চলে গেছে, বইয়ের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বই কি খুব ক্ষতিকর যে, তারা এর সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন করতে চায়? বই কি খুব দুরূহ যে তারা বইকে ভয় পায়? বই কি খুব তুচ্ছ যে তারা বইকে গুরুত্বের ব্যাপারই মনে করে না? আমাদের সবচেয়ে শিক্ষিত ও শক্তিশালী সম্প্রদায় হলো বইবিরূপ। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে, বইয়ের মধ্যে থাকে যে মননশীলতা, তাকে তারা ভয় পায়। এরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর আবার মূর্খ হয়ে যায়। পড়া আসলেই একটি কঠিন কাজ। কারণ বই পড়তে হয়, মনযোগ দিতে হয়, বুঝতে হয় এবং চিন্তাও করতে হয়। কিন্তু আমাদের শক্তিশালীরা যেসব বাস্তব কাজে জড়িত থাকে, সেখানে কোনো মননশীলতা নেই, চিন্তার স্থান নেই, সেখানে আধিপত্য করে ক্ষমতা এবং অর্থ। কাজেই আমরা যেমন বিপুল একটি অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পাই যারা সুযোগের অভাবে শিক্ষিত হতে পারে না, তেমনি সমাজের উচ্চস্তরে আরো একটি অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পাই যারা ক্ষমতা ও অর্থের মধ্যে আছে কিন্তু অনেক দূরে আছে বই থেকে।

বাঙালি সমাজে বইবিরোধী মানসিকতা অত্যন্ত প্রবল। কথায় কথায় শোনা যায় বই পড়ে কী হয়? অসেলেই বই পড়ে শক্তি আসে না, অর্থ আসে না, বাড়ি হয় না, চোরাচালানিতে সাফল্য অর্জন করা যায় না। অত্যন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এখানে যারা বই লেখে তারাও বই পড়ে না। তাহলে এখানে কেন বই লিখিত-মুদ্রিত-প্রকাশিত হয়? এবং বই কারা পড়ে? এখানে বই পড়ে বিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা, মহাবিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী। যাদের ক্ষমতা নেই, যারা অর্থ উপার্জন করে না। ফলে বাংলাদেশে একটি মাত্র পণ্যই উৎপাদিত হয় তাদের জন্য যাদের নিজেদের হাতে টাকা নেই, যারা ক্ষমতাহীন। সে জন্যই বাংলাদেশে বইয়ের জগতে বিরাজ করে গভীর দুর্দশা। যেহেতু বইয়ের পাঠকদের প্রধান অংশটি অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণী, সেজন্য তারা সাধারণত লঘু উপন্যাস পড়ে। ফলে এখানে লঘু উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে থাকে। আমি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রছাত্রীকে জটিল দুরূহ উপন্যাস পড়তে বলতে পারি না। এই বয়সে জটিল দুরূহ সাহিত্য উপভোগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা লঘু সাহিত্যই পড়বে। এ জন্য লঘু সাহিত্য বেশি বিক্রি হয়। কিন্তু যারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের কাছে আশা করতে পারি তারা জটিল দুরূহ সাহিত্য পড়বে। কিন্তু বেদনার বিষয় হচ্ছে, আমাদের প্রাপ্তবয়স্করা বইকে ভয় পায়, বই থেকে বহু দূরে থাকতে পছন্দ করে।

অনুলিখন : জাফর আহমদ রাশেদ